দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 3 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৪৫

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাংগনে বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস দমন প্রসংগে

বাংলাদেশের সচেতন জনসাধারণ বিশেষ করে অভিভাবক মহল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী ঘটনায় ভীষণ উদ্বিগ্ন। সন্ত্রাস কঠোরভাবে দমনের ব্যাপারে দেশের প্রায় সকল মহলের ঐক্যবদ্ধ ও জোরালো দাবী থাকা সত্ত্বেও সরকারের তথা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের বার বার চরম ব্যর্থতায় এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার ব্যাপকতায় এ উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এতাবস্থায় শিক্ষাংগনে সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতাকে অন্যতম জাতীয় সমস্যা হিসেবে আমি আখ্যায়িত করছি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

(ক) শিক্ষাংগনে বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে বিশেষ আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(খ) শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস দমনের জন্য পুলিশ বাহিনীকে নিয়োজিত না করে এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী গঠন করা যেতে পারে।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস দমন কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বদলীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ঙ) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৩। পরীক্ষায় নকল প্রবণতা দমনের জন্য সদ্য ঘোষিত দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও পাচ বছরের জন্য বহিষ্কারের আদেশ কার্যকরী করার পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ও যোগ্যতা, এক পরীক্ষা কেন্দ্র হতে অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের দূরত্ব ও গুরুত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান করা প্রয়োজন। প্রয়োজন পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার।

মোঃ রুহুল আমিন ছিদ্দিকী